বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন
বঙ্গবন্ধু জাতীয় চ্যাম্পিয়নশীপ ২০২০ এর রেগুলেশন্স

সংজ্ঞাঃ
বাইলজের বিভিন্ন শব্দের বিস্তারিত সংজ্ঞা নিম্নরূপঃ

আবাসনঃ অতিথিদের থাকার জন্য হোটেল বা যে কোন স্থান

এ্যাক্রিডিটেশনঃ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠিকে সার্টিফিকেট প্রদান যাতে অনুমোদিত ব্যক্তি কন্ট্রোল এ্যাকসেস এরিয়াতে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে

এএফসিঃ এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন

আপিল কমিটিঃ ডিসিপ্লিনারী কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল করার জন্য বাফুফে আপীল কমিটিকে বুঝাবে।

বাফুফে কমিটি ও উপ-কমিটিঃ 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় চ্যাম্পিয়নশীপ ২০২০' অর্গানাইজিং কমিটি, ডিসিপ্লিনারী কমিটি, আপীল কমিটি, রেফারীজ কমিটি, টেকনিক্যাল কমিটি, ফিনান্স কমিটি, মার্কেটিং কমিটি, কম্পিটিশন্স কমিটি এবং বাফুফে কর্তৃক গঠিত অন্যান্য কমিটি ও উপ-কমিটি বুঝাবে।

বাফুফে প্রতিনিধিঃ বাফুফে কর্তৃক মনোনীত অফিসিয়ালবৃন্দ যেমন- বাফুফে কর্তৃক প্রেরিত প্রতিনিধি, কর্মকর্তা, প্রধান সমন্বয়কারী, ম্যাচ কমিশনার, রেফারী, রেফারী এ্যাসেসর, সহকারী রেফারী, ৪র্থ রেফারী, মিডিয়া অফিসার, সিকিউরিটি অফিসার, মেডিক্যাল অফিসার, টেকনিক্যাল স্ট্যাডি অফিসার (অন্তর্ভুক্ত কিন্তু সীমিত নয়)।

প্রতিযোগিতাঃ 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় চ্যাম্পিয়নশীপ ২০২০' এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ম্যাচ সিডিউল, ফিল্ড অব প্লে এর কার্যক্রম, উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, প্রদর্শন, সমাপনী অনুষ্ঠান, প্রেস কনফারেন্স এবং অন্যান্য অফিসিয়াল অনুষ্ঠান।

বঙ্গবন্ধু জাতীয় চ্যাম্পিয়নশীপ অর্গানাইজিং কমিটিঃ বাফুফে সদস্যদের নিয়ে গঠিত কমিটি যার দায়িত্ব হলো প্রতিযোগিতা আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা করা। তাদের কার্যক্রম যেমন-প্রতিযোগিতা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ভেন্যু ও তারিখ নির্ধারণ, প্রতিযোগিতার কর্মকর্তা নিয়োগ, নিয়মের পরিমার্জন ও পরিবর্ধন এবং ম্যাচের বিবরণ বাফুফে সচিবালয়ে জমা দেয়া।

বাফুফে হেডকোয়ার্টারঃ বাফুফে ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

বাফুফে লোগোঃ বাফুফের অফিসিয়াল লোগো।

বেষ্ট বিভাগের টিকেট/ভিআইপি টিকেটঃ বেষ্ট টিকেটধারী ভিআইপি এলাকা সংলগ্ন মূল স্ট্যান্ড এর ভিতর বা সম্পূর্ন বিপরীতে বসতে পারবে।

ব্রডকাস্টার অধিকারীঃ কোন সত্ত্বা যে বাফুফে থেকে সরাসরি অথবা বাফুফের বিপনন অংশীদার থেকে সম্প্রচার অধিকার অর্জন করেছে।

সম্প্রচার অধিকারঃ প্রতিযোগিতা সম্প্রচার করার অধিকার এবং সরাসরি সম্প্রচার, তার সংকেত প্রেরণ অডিও বা ভিডিও সংকেত, সকল ধরনের রেকর্ডিং তৈরী বা ভবিষ্যতে তৈরীর জন্য টেরিস্টেরিয়াল, কেবল, আইপি টিভি, ইন্টারনেটসহ প্রবেশ অধিকার।

প্রতিযোগিতার তথ্যঃ প্রতিযোগিতার ফিক্শ্চার, ছবি সত্ত্ব, অংশগ্রহণকারী সদস্য ও খেলোয়াড়দের তথ্য ও পরিসংখ্যান, ম্যাচ বিশ্লেষণ, রেফারীর সিদ্ধান্ত এবং অন্যান্য তথ্যাদি।

কম্পিটিশন্স মার্কসঃ প্রতিযোগিতার যে কোন বর্তমান ও ভবিষ্যত ট্রেড মার্ক, লোগো, কপিরাইট, ডিজাইন (রেজিস্ট্রার্ড আবেদনকৃত বা আংশিক রেজিস্ট্রার্ড), ডিভাইজ মার্ক, অফিসিয়াল লোগো, ট্রফি এবং অন্যান্য অটোগ্রাফিক উপস্থাপন।

কম্পিটিশন্স ওয়েবসাইটঃ এই প্রতিযোগিতার জন্য অফিসিয়াল ওয়েবসাইট বাফুফে কর্তৃক নির্ধারিত ইউআরএল দ্বারা পরিচালিত যার সত্ব, পরিচালনা এবং ব্যবহার শুধুই বাফুফে দ্বারা সম্পন্ন হয়।

সম্মানসূচক টিকেটঃ কোন ফি ছাড়াই টিকেট।

কন্ট্রোল এ্যাকসেস এরিয়াঃ ম্যাচ এবং অন্য ইভেন্টের অবস্থান যেমন-স্টেডিয়াম, তার বেস্টনী, আকাশস্ত স্থান এবং প্রতিযোগিতার সাথে সম্পর্কযুক্ত অন্য স্থান যেমন মিডিয়া সেন্টার, আন্তর্জাতিক সম্প্রচার কেন্দ্র, অফিসিয়াল ট্রেনিং সেন্টার, নির্ধারিত অফিসিয়ালদের হোটেল, হসপিটালিটি এবং ভিআইপি এলাকা এবং প্রতিযোগিতার বানিজ্যিক অধিকার প্রাপ্ত এবং এ্যাক্রিডিটেশন সিস্টেম কর্তৃক নির্দেশিত এলাকাসমূহ।

ডিএফএঃ জেলা ফুটবল এসোসিয়েশন।

ডিসিপ্লিনারী কমিটিঃ নিয়ম-কানুন বিষয়াদি পর্যবেক্ষণ করার জন্য বাফুফের নির্ধারিত কমিটি, যাহা বাফুফে ডিসিপ্লিনারী কমিটি নামে অবিহিত হবে।

আর্থিক বাধ্যবাধকতাঃ ক্লাবসমূহ আর্থিক বাধ্যবাধকতা পূরণে আবশ্যকতা।

ফিফাঃ ফেডারেশন ইন্টারন্যাশনাল ডি ফুটবল এসোসিয়েশন।

ফোর্স মিজার/দৈব দুর্বিপাকঃ যে কোন ঘটনা যা খেলা বা প্রতিযোগিতার চুক্তি লংঘন করে, এমন কোন আচরণ, দুর্ঘটনা যা কোন ব্যাক্তি বা গোষ্ঠির আয়ত্তের বাইরে যেমন অস্বাভাবিক ঝড় আবহাওয়া, ভুমিকম্প, কাঠামোগত ধ্বস, মহামারি, বিদ্যুৎ বিভ্রাট, যুদ্ধ, জঙ্গি হামলা, সেনা অভিযান, দাঙ্গা, দর্শক বিশৃঙ্খলা, হরতাল বা যে কোন ধরনের বেসামরিক বিপর্যয়।

হোস্ট ব্রডকাস্টারঃ প্রতিযোগিতার সকল ধরনের সম্প্রচার সংকেত তৈরী এবং এর সাথে সম্পর্কযুক্ত সকল বিধান বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়োগকৃত সংস্থা।

আইএফএবিঃ ইন্টারন্যাশনাল ফুটবল এসোসিয়েশন বোর্ড।

আইটিসিঃ ইন্টারন্যাশনাল ট্রান্সফার সার্টিফিকেট।

লেভীঃ বাফুফেকে প্রদানযোগ্য অর্থ।

এলটিসিঃ লোকাল ট্রান্সফার সার্টিফিকেট।

ম্যাচঃ বিলম্বিত, স্থগিতসহ প্রতিযোগিতার সকল ম্যাচ।

BANGLADESH FOOTBALL FEDERATION ESTD-1972

ম্যাচ সিডিউলঃ প্রতিযোগিতার প্রকাশিত সিডিউল যার মধ্যে ক্লাবের নাম, ভেন্যু, স্টেডিয়াম, ম্যাচ কিক অফের সময় দেয়া আছে।

মিডিয়াঃ প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়া, অনলাইন মিডিয়া এবং হোস্ট ব্রডকাস্টের প্রতিনিধিরা (বাফুফে কর্তৃক এক্রিডিটেশন প্রাপ্ত)।

নিরপেক্ষ ভেন্যুঃ ম্যাচ খেলা এবং আয়োজনে সহযোগিতার জন্য নির্ধারিত নিরপেক্ষ মাঠ।

অফিসিয়ালঃ বিভিন্ন কমিটি এবং উপ-কমিটির সদস্য, ম্যানজার, কোচ, ট্রেনার, রফারী, রেফারী এ্যাসেসর, সহকারী রেফারী, ৪র্থ রেফারী, মিডিয়া অফিসার, সিকিউরিটি অফিসার, মেডিক্যাল অফিসার, টেকনিক্যাল স্ট্যাডি অফিসার।

অফিসিয়াল অনুষ্ঠানঃ প্রতিযোগিতা সংশ্লিষ্ট যে কোন অনুষ্ঠন যেমন প্রেস কনফারেন্স, অফিসিয়াল ডিনার (অন্তর্ভুক্ত কিন্তু সীমিত নয়)।

প্লেয়ার স্ট্যাটাস কমিটিঃ খেলোয়াড় দলবদল সম্পর্কিত নিয়মকানুন দেখাশুনা করার জন্য কমিটি।

অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়ঃ প্রতিযোগিতায় বাফুফের অধিভুক্ত যে কোন খেলোয়াড় এবং রেজিষ্ট্রার্ড খেলোয়াড়।

বিধিমালাঃ প্রতিযোগিতায় ব্যবহৃত এবং বাফুফে কর্তৃক প্রকাশিত ও নিয়ন্ত্রিত নিয়মকানুনসমূহ।

সাফঃ সাউথ এশিয়ান ফুটবল ফেডারেশন।

পৃষ্ঠপোষক সত্ত্বঃ প্রতিযোগিতার বানিজ্যিক সত্ত্ব বা টাইটেল স্পন্সর সত্ত্ব যেমন- কোম্পানী 'ক' কর্তৃক স্পন্সরড বিপিএল বা অন্য কোন উপাধি (বাফুফের লোগো এবং গাইড লাইন অনুসারে)।

স্টেডিয়ামঃ অফিসিয়াল স্টেডিয়াম, এর আকাশস্থ এবং চারিদিকের এলাকা, হোস্ট টিমের ম্যাচের জন্য ব্যবহৃত জায়গা, পার্কিং, ভিআইপি এলাকা, বেষ্টনী এবং প্রবেশ পথ।

দলের অফিসিয়াল প্রতিনিধিবৃন্দঃ অংশগ্রহণকারী ক্লাবের অফিসিয়াল প্রতিনিধির সংখ্যা হবে সর্বোচ্চ ২৩ জন খেলোয়াড় এবং ৫ জন কর্মকর্তা যাদের প্রতিযোগিতায় রেজিস্ট্রিশন করা আছে।

প্রশিক্ষণ এলাকাঃ হোম ক্লাব কর্তৃক এ্যাওয়ে ক্লাবকে প্রশিক্ষনের জন্য নির্ধারিত মাঠ।

টিকেটঃ টিকেট ছাপা, বিক্রয়, বন্টন, বিতরণ এবং টিকেটের অর্থ ব্যবস্থাপনা।

ভেন্যুঃ 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় চ্যাম্পিয়নশীপ ২০২০' আয়োজনের জন্য বাফুফে কর্তৃক নির্ধারিত সকল স্টেডিয়াম।

বিধিমালা বুঝার সুবিধার্থে

- একবচন ও বহুবচন একই অর্থে ব্যবহৃত হবে
- পুংলিঙ্গ ও স্ত্রী লিঙ্গ একই অর্থে ব্যবহৃত হবে
- ব্যাক্তি বা গোষ্ঠি বুঝাতে কোন নির্দিষ্ট ব্যাক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাতে পারে।

অনুচ্ছেদ ১: উপস্থাপনা

১. বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)

১.১ বাফুফে প্রতি বছর একবার সিনিয়র পুরুষ জেলা ফুটবল দলসমূহ (যোগ্যতা অনুযায়ী) ও বাফুফে আওতাধীন সকল বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা বোর্ড, সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনী এবং বিকেএসপির ফুটবল দলের অংশগ্রহণে এ প্রতিযোগিতা আয়োজন করবে।

১.২ প্রতিযোগিতার সঙ্গে সম্পর্কিত যে কোন ধরনের সত্ত্বা, যা কিনা এই রেগুলেশনের দ্বারা স্বীকৃত হয় নি এবং/অথবা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী যে কোন ক্লাবের সাথে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে সম্পাদিত চুক্তি তাহা বাফুফের আওতাধীন থাকবে।

১.৩ বর্তমান বাফুফে'র গঠনতন্ত্র, সমস্ত বাফুফে রেগুলেশন, নির্দেশিকা, পরিপত্র এবং কোড প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকল পক্ষের জন্য যারা এই প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি এবং এর বাস্তবায়নের সাথে জড়িত তাদের জন্য নির্দেশিকা স্বরূপ। এই রেগুলেশনে বাফুফে গঠনতন্ত্রের যে কোন ধরনের রেফারেন্স প্রতিযোগিতায় অন্তর্ভূক্তির সময়কার বাফুফে গঠনতন্ত্রকে বুঝাবে এবং এর সাথে জড়িত সমস্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ যেমন: বাফুফে রেগুলেশন, নির্দেশিকা, পরিপত্র এবং কোড'কে বোঝাবে।

১.৪ কোন ক্লাব বাফুফে'র লিখিত অনুমোদন ছাড়া বাফুফে অথবা এই প্রতিযোগিতার প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে না।

১.৫ প্রতিযোগিতার প্রতিটি খেলা পরিচালনার লক্ষ্যে বাফুফে ম্যাচ কমিশনার, রেফারী ইন্সট্রাক্টর/ এ্যাসেসর, রেফারী, জেনারেল কো-অর্ডিনেটর (যেখানে দরকার), মিডিয়া অফিসার (অতঃপর 'বাফুফে আয়োজক দল') এর নিয়োগ প্রদান করবেন।

১.৬ এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী নিবন্ধিত কোন খেলোয়াড় এবং কর্মকর্তা কোন পুরস্কারের জন্য মনোনীত হলে বাফুফে এ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে তাদের উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক। কোন খেলোয়াড় বা কর্মকর্তা উপস্থিত হতে ব্যর্থ হলে তাহা বাফুফে ডিসিপ্লিনারী কমিটি বরাবর প্রেরণ করা হবে।

১.৭ 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় চ্যাম্পিয়নশীপ ২০২০' আয়োজনে বাফুফে, ফিফা ও এএফসির যে কোন রেগুলেশন, সার্কুলার, রেকমেনডেশন এবং পলিসি অনুসরণ করবে।

২. অংশগ্রহণকারী দলসমূহ

২.১ বাফুফের আওতাধীন সকল জেলা ফুটবল দল, বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা বোর্ড, সেনা, নৌ, বিমান বাহিনী ও বিকেএসপি ফুটবল দল এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে।

২.২ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিটি ক্লাব অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবে যে, প্রতিটি ক্লাব ও তার দলের প্রত্যেক সদস্য (খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাগণ) বাফুফে কর্তৃক প্রকাশিত রেগুলেশন্স মেনে চলবে।

২.৩ যদি কোন ফুটবল দল বাফুফে কর্তৃক আমন্ত্রণ পাওয়া সত্ত্বেও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ না করে তবে বাফুফে/বাফুফের সংশ্লিষ্ট কমিটি উক্ত দলের বিরুদ্ধে এ্যাফিলিয়েশন বাতিল অথবা অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার অধিকার সংরক্ষণ করবে।

৩ সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা

৩.১ সকল ধরনের নিরাপত্তা ও সুরাক্ষার বিষয়ে উদ্যোগ, পরিকল্পনা ও এর পর্যাপ্ত প্রয়োগের জন্য হোম ও এ্যাওয়েভিত্তিক খেলায় হোম দল এবং কেন্দ্রীয় খেলায় ভেন্যু সংশ্লিষ্ট দল/সংস্থা দায়বদ্ধ থাকবে, যা কিনা এ প্রতিযোগিতার সাথে সম্পর্কিত সকল প্রাসঙ্গিক ব্যক্তির নিরাপত্তাসহ কিন্তু

- অংশগ্রহণকারী সকল ক্লাবের খেলোয়াড় ও কর্মকর্তা
- বাফুফে ম্যাচ কর্মকর্তাগণ
- মিডিয়া
- বাণিজ্যিক অংশীদারগণ
- অনুসারী এবং সমর্থকগণ

৩.২ একটি বিস্তারিত এবং যথোপযুক্ত নিরাপত্তা পরিকল্পনা খেলার সাথে জড়িত সকল পক্ষের জন্য আবশ্য পালনীয় আকারে জারি করা হবে এবং ইহার অন্তর্ভূক্ত থাকবে স্টেডিয়াম ও তার নিকটতম যেকোন স্থান, যাহা প্রশিক্ষণ মাঠ ও এ্যাওয়ে ক্লাব এবং বাফুফে ম্যাচ কর্মকর্তাদের হোটেলের মধ্যে সীমিত থাকবে না।

৩.৩ খেলোয়াড়, এ্যাওয়ে দল, ম্যাচ কর্মকর্তাগণের ও বাফুফে কর্মকর্তাগণের নিরাপত্তার লক্ষ্যে হোম দল/ ভেন্যু সংশ্লিষ্ট দল/সংস্থা সকল ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে খেলার মাঠে তাহাদের নিরাপদ প্রবেশ ও প্রস্থানের বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

৩.৪ যদি যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তাহলে হোম দল/ ভেন্যু সংশ্লিষ্ট দলের বিরুদ্ধে ডিসিপ্লিনারী পদক্ষেপ নেয়া হবে। পদক্ষেপের মধ্যে আছে জরিমানা ও বহিঃষ্কার।

অনুচ্ছেদ ২: টেকনিক্যাল বিধিমালা

৪. খেলাসমূহ লজ অব দ্যা গেমস্ অনুযায়ী পরিচালিত হবে

৪.১ 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় চ্যাম্পিয়নশীপ ২০২০' এর সমস্ত খেলা লজ অব দ্যা গেমস অনুসারে অনুষ্ঠিত হবে যাহা আন্তর্জাতিক ফুটবল এসোসিয়েশন বোর্ড (আইএফএবি) কর্তৃক প্রণয়নকৃত এবং প্রকাশিত।

৪.২ লজ অব দ্যা গেমস্ এর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কোন অমিল দেখা গেলে এর ইংরেজী ভার্সন প্রধান্য পাবে এবং বলবৎ থাকবে।

৪.৩ অতিরিক্ত খেলোয়াড়দের মধ্য হতে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) জন খেলোয়াড়কে এক ম্যাচে বদলী করা যাবে এবং বদলী খেলোয়াড়দের তালিকা খেলা শুরু হওয়ার পূর্বে দাখিল করতে হবে। যে কোন বদলীকৃত খেলোয়াড় পুনরায় মাঠে প্রবেশ করতে পারবে না। প্রতিযোগিতার নক আউট পর্বের কোন খেলা যদি অতিরিক্ত সময়ে বর্ধিত হয় তাহলে আরও একজন খেলোয়াড়কে বদলী করা যাবে।

৪.৪ খেলায় অংশগ্রহণকারী কোন দলে ৭ (সাত) জনের কম খেলোয়াড় থাকলে ম্যাচটি পরিত্যক্ত ঘোষনা করা হবে। এক্ষেত্রে, বাফুফের অর্গানাইজিং কমিটি (এবং প্রয়োজনবোধে, বাফুফে ডিসিপ্লিনারী কমিটি) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকবে।

৪.৫ খেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিটি ক্লাবকে কমপক্ষে খেলা শুরু হওয়ার দেড় ঘন্টা পূর্বে ম্যাচ কমিশনারের নিকট রিপোর্ট করতে হবে অন্যথায়, দল/দলসমূহের বিরুদ্ধে বাফুফে ডিসিপ্লিনারী কমিটি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৫. খেলার স্থায়িত্বঃ

৫.১ খেলার স্থায়িত্ব হবে ৯০ (নব্বই) মিনিট। খেলাটি ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) মিনিট করে দুই ভাগে বিভক্ত হবে এবং ১ম ভাগের খেলা শেষের বাঁশি হতে ২য় ভাগের খেলা শুরুর বাঁশি বাজানোর মধ্যে ১৫ (পনের) মিনিট বিরতি থাকবে।

৫.২ প্রতিযোগিতার যে কোন পর্বের নক-আউট খেলা (প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পর্বের সেবা অঞ্চলের সেমি-ফাইনাল ও ফাইনাল খেলা এবং প্রতিযোগিতার চুড়ান্ত পর্বের সেমি-ফাইনাল ও ফাইনাল খেলা) নির্ধারিত সময়ে অমিমাংসিত থাকলে নির্ধারিত সময়ের খেলা শেষে ৫ মিনিট বিরতি দিয়ে ১৫+১৫ = ৩০ মিনিট অতিরিক্ত সময়ের খেলা অনুষ্ঠিত হবে। অতিরিক্ত সময়ের খেলায় কোন

প্রকার মধ্য বিরতি থাকবে না, তবে প্রথম ১৫ মিনিট খেলার পর দলসমূহ মাঠে নিজ নিজ স্থান পরিবর্তন করবে। যদি অতিরিক্ত সময়েও খেলার ফলাফল অমিমাংসিত থাকে তাহলে লজ অব দ্যা গেমস্ অনুযায়ী টাই ব্রেকারের মাধ্যমে খেলার ফলাফল নিস্পত্তি করা হবে।

৬. বাতিলকৃত খেলা

৬.১ প্রাকৃতিক দৈব-দুর্বিপাক অথবা অন্য যে কোন ধরনের সমস্যার কারনে যথাঃ মাঠ খেলা পরিচালনার অনুপযুক্ত, আবহাওয়ার অবস্থা, ফ্লাড লাইট সংক্রান্ত সমস্যা ইত্যাদি কারনে কোন খেলা নির্ধারিত সময়ে আরম্ভ না হলে নিম্নোক্ত নিয়ম অনুসরন করা হবেঃ

ক) খেলাটি পুনরায় নতুনভাবে অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে ঐ দিনই খেলাটি আবার শুরু করতে খেলা বন্ধ হওয়ার সময় থেকে অবশ্যই সর্বনিম্ন ৩০ (ত্রিশ) মিনিট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে যদি না দায়িত্ব প্রাপ্ত রেফারী ইহার পূর্বেই খেলা আরম্ভকরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

খ) রেফারী আরোও সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) মিনিট পর্যন্ত খেলাটিকে বিলম্বিত করতে পারবে যদি এই অতিরিক্ত সময়ের মধ্যে খেলাটি পূনরায় আরম্ভ করার সম্ভবনা থাকে। অন্যথায় এ দ্বিতীয় ৩০ (ত্রিশ) মিনিট সময় শেষে রেফারী খেলাটি বাতিল বলে ঘোষনা করবেন।

গ) প্রতিযোগিতা পরিচালনাকারী কমিটি/অর্গানাইজিং কমিটি সাংগঠনিক ও খেলার টেকনিক্যাল বিষয়ের দিকে খেয়াল রেখে বাতিলকৃত খেলাটি পুনরায় পরিচালনা করার ক্ষেত্রে খেলা পরিচালনাকারী রেফারী কর্তৃক খেলা বাতিল করার ২ (দুই) ঘন্টার মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকবেন। বাতিলকৃত খেলার সকল শাস্তিমূলক নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে।

৬.২ অনুচ্ছেদ ৬.১ এর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন ধরনের আপীল করা যাবে না।

৭. পরিত্যাক্ত খেলা

৭.১ প্রাকৃতিক দৈব-দুর্বিপাক অথবা অন্য যে কোন ধরনের সমস্যার কারনে যথাঃ মাঠ খেলা পরিচালনার অনুপযুক্ত, আবহাওয়ার অবস্থা, ফ্লাড লাইট সংক্রান্ত সমস্যা ইত্যাদি কারনে নির্ধারিত সময়ের খেলা শেষ হওয়ার পূর্বে অথবা অতিরিক্ত সময়ের খেলা চলাকালীন সময়ে রেফারী কর্তৃক খেলাটি বন্ধ ঘোষণা করা হয় তাহলে নিম্নোক্ত নিয়ম অনুসরন করা হবেঃ

ক) পুনরায় শুরু করার লক্ষ্যে খেলাটি স্বভাবতই সর্বনিম্ন ৩০ (ত্রিশ) মিনিট বন্ধ থাকবে সার্বিক পরিস্থিতির উন্নয়নকল্পে, যদি না রেফারী মনে করেন উল্লেখিত ৩০ (ত্রিশ) মিনিটের পূর্বেই খেলাটি আরম্ভ করা সম্ভব।

খ) রেফারী আরোও সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) মিনিট পর্যন্ত খেলাটিকে বিলম্বিত করতে পারবে যদি এই অতিরিক্ত সময়ের মধ্যে খেলাটি পূনরায় আরম্ভ করার সম্ভবনা থাকে। অন্যথায় এ দ্বিতীয় ৩০ (ত্রিশ) মিনিট সময় শেষে রেফারী খেলাটি পরিত্যক্ত বলে ঘোষনা করবেন।

গ) লীগ কমিটি সাংগঠনিক ও খেলার টেকনিক্যাল বিষয়ের দিকে খেয়াল রেখে পরিত্যক্ত খেলাটি পুনরায় পরিচালনা করার ক্ষেত্রে খেলা পরিচালনাকারী রেফারী কর্তৃক খেলা পরিত্যক্ত ঘোষনা করার ২ (দুই) ঘন্টার মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকবেন। পরিত্যক্ত খেলার সকল শাস্তিমূলক নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে।

ঘ) দৈব-দূর্বিপাকের কারণে কোন খেলা শুরু হওয়ার পর পরিত্যক্ত বলে গণ্য করা হলে, উক্ত খেলাটি যেখানে পরিত্যক্ত হয়েছে সেখান থেকে পুনরায় শুরু করা হবে, ঐ একই

BANGLADESH FOOTBALL FEDERATION ESTD-1972

গোল স্কোর নিয়ে।

নিম্নলিখিত নীতিগুলো খেলা পুনরায় শুরুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবেঃ

- যে পর্যায়ে খেলাটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছিল, সেখান থেকে খেলাটি পুনরায় একই খেলোয়াড় এবং অতিরিক্ত খেলোয়াড়দের নিয়ে শুরু করা হবে;
- 'খেলোয়াড় শুরুর তালিকা'তে নতুন কোন অতিরিক্ত খেলোয়াড় যোগ করা যাবে না;
- খেলাটি যে পর্যায়ে পরিত্যক্ত হয়েছিল শুধুমাত্র সেখান থেকেই খেলোয়াড় পরিবর্তন করতে পারবে;
- পরিত্যক্ত খেলার বহিস্কৃত খেলোয়াড়গণকে পরিবর্তন করা যাবে না ;
- খেলা পরিত্যক্ত হওয়ার আগে জারিকৃত যেকোন ধরনের নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে;
- খেলা শুরুর সময়, তারিখ (পরবর্তি দিনের জন্য) এবং স্থান নির্ধারনে অর্গানাইজিং কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকবে;
- আরোও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে অর্গানাইজিং কমিটি কর্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

৭.২ অনুচ্ছেদ ৭.১ এর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন ধরনের আপীল করা যাবে না।

৮. খেলায় অংশগ্রহণে অস্বীকৃতি/ওয়াক ওভার

অংশগ্রহনকারী কোন দল/ দলসমূহের কারনে খেলা নির্ধারিত সময় শুরু করা সম্ভব না হলে অথবা খেলা শুরু হওয়ার পর যে কোন ১টি বা উভয় অংশগ্রহণকারী দল খেলতে অসম্মতি জানালে রেফারী সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) মিনিট অপেক্ষা করার পর খেলা পরিত্যক্ত ঘোষনা করবে। পরবর্তীতে রেফারী ও ম্যাচ কমিশনারের রিপোর্ট বিবেচনা করে বাফুফে ডিসিপ্লিনারী কমিটি বাফুফে ডিসিপ্লিনারী কোড অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

৯. স্টেডিয়ামসমূহ

৯.১ বাফুফে কর্তৃক গঠিত প্রতিযোগিতা পরিচালনাকারী/অর্গানাইজিং কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ভেন্যুসমূহে খেলা আয়োজিত হবে।

৯.২ হোম দল/ভেন্যু সংশ্লিষ্ট দল প্রতিযোগিতা শুরুর কমপক্ষে ২ (দুই) দিন পূর্ব হতে প্রতিযোগিতার সংশ্লিষ্ট ভেন্যুসমূহে শেষ ম্যাচের ১ (এক) দিন পর পর্যন্ত প্রতিযোগিতার জন্য মনোনীত স্টেডিয়ামে (সমূহ) বাফুফে'র লিখিত অনুমতি ছাড়া কোন ধরনের কার্যক্রম সম্পাদিত হবে না এমন নিশ্চয়তা প্রদান করবে।

৯.৩ খেলার জন্য ব্যবহৃত স্টেডিয়ামসমূহ বাফুফে নির্ধারিত মান অনুযায়ী হতে হবে। প্রস্তাবিত ভেন্যুসমূহ প্রয়োজনীয় মান পুরণে ব্যর্থ হলে বাফুফে/অর্গানাইজিং কমিটি উক্ত ভেন্যু বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।

৯.৪ বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ভেন্যুটি ফিফা নির্ধারিত মাপ অনুযায়ী একটি ভাল মানের মাঠের আয়োতনের সমতুল্য হতে হবে।

৯.৫ প্রতিটি ম্যাচের জন্য স্টেডিয়ামে খেলোয়াড়, প্রশিক্ষক, রেফারী, ম্যাচ কর্মকর্তা, মিডিয়া ও অনুসারীদের জন্য একটি নিরাপদ ও সুরক্ষিত পরিবেশ থাকতে হবে। হোম দল/ভেন্যু সংশ্লিষ্ট দল এ

BANGLADESH FOOTBALL FEDERATION ESTD-1972

সকল নিরাপত্তা এবং সুরক্ষার দায়িত্বে থাকবে।

৯.৬ হোম দল/ভেন্যু সংশ্লিষ্ট দল খেলার উপযুক্ত মাঠের বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করবে।

৯.৭ বাফুফে ম্যাচ কমিশনার খেলা শুরুর পূর্বের দিন স্টেডিয়াম প্রদর্শন করবেন এবং লজ অব দ্যা গেমস্ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা যথোপযুক্ত আছে কিনা তা নিশ্চিত করবেন। যদি মাঠের আয়োতনসহ খেলার মাঠ লজ অব দ্যা গেমস্ এর নিয়মানুযায়ী না হয়, তাহলে বাফুফে ম্যাচ কমিশনার ত্রুটিমুক্ত মাঠ প্রস্তুত করণের জন্য হোম দল/ভেন্যু সংশ্লিষ্ট দলের প্রতি নির্দেশনা জারি করতে পারবেন।

১০. টিম বেঞ্চ এবং টেকনিক্যাল এরিয়াঃ

১০.১ রেজিস্ট্রিভুক্ত ৫ (পাঁচ) জন কর্মকর্তা এবং ২৩ (তেইশ) জন খেলোয়াড়দের মধ্য হতে শুধুমাত্র ১২ (বার) জন অতিরিক্ত খেলোয়াড় মাঠের টিম ব্যাঞ্চে প্রতি দলের পক্ষে অবস্থান করতে পারবে। নিম্নোক্ত ২ (দুই) জন কর্মকর্তার নিবন্ধন বাধ্যতামূলকঃ

১। টিম ম্যানেজার।

২। প্রধান প্রশিক্ষক।

অংশগ্রহণকারী দলসমূহ উপরোক্ত ২ (দুই) জন কর্মকর্তা ছাড়াও নিম্নলিখিত কর্মকর্তাগনের মধ্য হতে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) জন কর্মকর্তাকে টিম ব্যাঞ্চে অবস্থানের জন্য নিজ নিজ দলের পক্ষে নিবন্ধন করাতে পারবেঃ

১। হেড অফ ডেলিগেশন/টিম লিডার

২। সহকারী ম্যানেজার।

৩। সহকারী প্রশিক্ষক।

৪। গোলকিপার প্রশিক্ষক।

৫। মিডিয়া অফিসার।

৬। ইকুইপমেন্ট ম্যানেজার।

৭। সিকিউরিটি অফিসার।

৮। ট্রেইনার।

৯। ম্যাসাজ ম্যান।

১০। ফিটনেস প্রশিক্ষক।

১১। ডাক্তার অথবা ফিজিও।

১০.২ উক্ত কর্মকর্তা ও খেলোয়াড়দের নাম এবং তাদের দায়িত্ব অবশ্যই খেলার "স্টার্টিং লিস্ট" এ উল্লেখ থাকতে হবে।

১০.৩ টিম বেঞ্চে অবস্থানকালীন সময় সকল কর্মকর্তা ও খেলোয়াড়দের জন্য সর্বদা তাদের আইডি কার্ড পরিধান করা আবশ্যক। খেলা শুরুর পূর্বে যাচাইয়ের জন্য আইডি কার্ড সহজলভ্য থাকতে হবে।

১০.৪ টিম বেঞ্চে অবস্থানকালীন সময়ে সকল খেলোয়াড়/কর্মকর্তা মাঠের ভিতরের খেলোয়াড় এবং রেফারীর পরিধেয় পোষাকের সঙ্গে অমিল রয়েছে এমন পোষাক পরিধান করবে।

১১. ওয়ার্মিং আপ

১১.১ আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে অংশগ্রহণকারী ক্লাব সমূহ খেলার মাঠে ওয়ার্ম আপের অনুমতি পাবে।

১১.২ খেলা চলাকালীন সময়ে প্রত্যেক দলের থেকে সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) জন খেলোয়াড় (গোলকীপার ব্যতীত) তাদের টিম বেঞ্চের সন্নিকটস্থ গোলপোষ্টের পিছনে বা ম্যাচ কমিশনার কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে, কোন বল ব্যতীত যার যার নিজস্ব ২ (দুই) জন কর্মকর্তার সহায়তায় ওয়ার্ম আপ করতে পারবে।

১২. অফিসিয়াল প্রশিক্ষণ স্থান

১২.১ যদি কোন এ্যাওয়ে দল খেলার ১/২ দিন পূর্বে এ্যাওয়ে ভেন্যুতে উপস্থিত থাকতে চায় সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এ্যাওয়ে দল কর্তৃক এ্যাওয়ে ভেন্যুতে গমনের কমপক্ষে ৩ (তিন) দিন পূর্বে বাফুফেকে অবহিত করতে হবে। প্রতিযোগিতার প্রতি ম্যাচের অন্তত ২ (দুই) দিন পূর্ব হতে ভাল মানের অফিসিয়াল প্রশিক্ষন মাঠ এ্যাওয়ে দলের জন্য ব্যবস্থা করতে হবে যা হোম ক্লাব/সংস্থা কর্তৃক নিশ্চিত করতে হবে।

১২.২ এই অফিসিয়াল প্রশিক্ষন মাঠ হোম ক্লাব/সংস্থার দ্বারা সংরক্ষিত থাকবে এবং প্রতিযোগিতার প্রতি ম্যাচের অন্তত ২ (দুই) দিন পূর্ব পর্যন্ত বাফুফের লিখিত অনুমতি ব্যতীত অন্য কোন ধরনের কার্যক্রমের জন্য ব্যবহার করা যাবে না।

১৩. খেলায় ব্যবহৃত বল

প্রতিযোগিতার খেলাসমূহ পরিচালনার জন্য বাফুফে কর্তৃক সরবরাহকৃত বল ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক।

১৪. খেলার ফিক্‌শ্চার

১৪.১ সমস্ত খেলা বাফুফে বর্ষপঞ্জির আলোকে অর্গানাইজিং কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ফিক্‌শ্চার অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হইবে।

১৪.২ বাফুফে অর্গানাইজিং কমিটি কর্তৃক অথবা খেলার দিন খেলা পরিচালনার জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত রেফারী ব্যতীত Laws of the Game এর ৫ নং আইন অনুযায়ী অন্য কেহ খেলার ফিকশ্চার স্থগিত করতে পারবে না।

১৪.৩ কোন দল ফিকশ্চার সিডিউল অনুযায়ী নির্ধারিত খেলায় অংশগ্রহণ করতে বা খেলা সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হলে উক্ত দল উক্ত খেলায় ৩-০ গোলে পরাজিত হয়েছে বলে গণ্য করা হবে এবং উক্ত দলের উপর নিষেধাজ্ঞা/জরিমানা আরোপ করা হবে।

১৪.৪ সমস্ত খেলাগুলো বাফুফে/ বাফুফে অর্গানাইজিং কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, স্টেডিয়াম এবং কিক-অফ সময় অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হইবে।

১৫. রেফারী

১৫.১ বাফুফে বা বাফুফে রেফারীজ কমিটি প্রতিযোগিতার প্রতিটি খেলায় একজন রেফারী, দুইজন সহকারী রেফারী ও একজন চতুর্থ অফিসিয়াল নিয়োগ করবে। এ বিষয়ে বাফুফে বা বাফুফে রেফারীজ কমিটির পূর্ণ ও একমাত্র কর্তৃত্ব থাকবে।

১৫.২ যে সকল রেফারী প্রতিযোগিতা শুরুর পূর্বে বাফুফে রেফারীজ কমিটি কর্তৃক আয়োজিত এ্যাডভ্যান্স রেফারীং কোর্স/ফিটনেস টেস্টে অংশগ্রহন করেছেন এবং টেস্টে উন্নীত হয়েছেন, শুধুমাত্র তারাই প্রতিযোগিতার জন্য রেফারী হিসেবে মনোনীত হবেন। ম্যাচের জন্য রেফারী/ ম্যাচ অফিসিয়ালগনের মনোনয়নের বিষয়ে অংশগ্রহনকারী কোন দলের প্রতিবাদ কোনভাবেই গ্রহনযোগ্য নয়।

১৫.৩ প্রত্যেক রেফারী (এবং প্রয়োজন অনুসারে সহকারী রেফারী বা চতুর্থ অফিসিয়াল) একটি লিখিত প্রতিবেদন খেলা শেষ হওয়ার ৩ (তিন) ঘন্টার মধ্যে বাফুফের কাছে দাখিল করবে। এক্ষেত্রে

শুক্রবার, শনিবার, কোন ধরনের ছুটির দিন অথবা অন্য কোন ওজর আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। খেলোয়াড়, অফিসিয়াল ও দর্শকদের যে কোন ধরনের অশোভন আচরন উক্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ থাকতে হবে। উক্ত প্রতিবেদনে খেলার গোলদাতা, বদলি খেলোয়াড়, সতর্কবানী, বহিস্কার এবং মাঠে, স্টেডিয়ামের ভিতরে ও বাইরে ও ড্রেসিং রুমে ঘটিত ঘটনাবলীর বিস্তারিত বিবরন লিপিবদ্ধ থাকবে।

১৫.৪ বাফুফে রেফারী, সহকারী রেফারী এবং চতুর্থ অফিসিয়ালদের ম্যাচ ফি প্রদান করবে। যদি কোন খেলা রেফারী ও সহকারী রেফারীবৃন্দের উপস্থিতির পর পরিত্যক্ত ঘোষিত হলে তাদের ম্যাচ ফি'র ৫০% প্রদান করা হবে।

১৬. প্রতিযোগিতার পদ্ধতি

'বঙ্গবন্ধু জাতীয় চ্যাম্পিয়নশীপ ২০২০' এর খেলাসমূহ মূলতঃ প্রাথমিক ও চুড়ান্ত দুটি পর্বে অনুষ্ঠিত হবে। এ প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পর্ব বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিতব্য 'বাংলাদেশ গেমস্' ও বাফুফে কর্তৃক আয়োজিত 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় চ্যাম্পিয়নশীপ ২০২০' এর চুড়ান্ত পর্বের জয়েন্ট কোয়ালিফায়ার্স হিসেবে গণ্য হবে। প্রাথমিক পর্বের খেলাসমূহ আয়োজনের লক্ষ্যে অংশগ্রহণকারী সকল জেলা ফুটবল দলকে জেলার ভৌগলিক অবস্থানের ভিত্তিতে ৮টি জোনে বিভক্ত হবে। একই জোনে অংশগ্রহণকারী দলসমূহকে ভৌগলিক অবস্থানের ভিত্তিতে দু'টি ভাগে অর্থাৎ দু'টি সাব জোনে বিভক্ত করা হবে এবং প্রত্যেক ভাগের অর্থাৎ সাব জোনের দলসমূহ নক-আউট হোম এন্ড এ্যাওয়ে পদ্ধতিতে খেলায় অংশগ্রহণ করবে। যদি কোন ভাগে/সাব জোনে বেজোড় সংখ্যক দল থাকে সেক্ষেত্রে দলসমূহ নিজেদের মধ্যে রাউন্ড-রবীন হোম এন্ড এ্যাওয়ে পদ্ধতিতে খেলায় অংশগ্রহণ করবে। হোম এন্ড এ্যাওয়ে পদ্ধতিতে প্রথম রাউন্ড খেলা শেষে বিজয়ী দল কাপ পর্বের পরবর্তী রাউন্ডসমূহে পুনরায় হোম এন্ড এ্যাওয়ে পদ্ধতিতে খেলায় অংশগ্রহণ করবে এবং বিজিত দল প্লেট পর্বের পরবর্তী রাউন্ডসমূহে হোম এন্ড এ্যাওয়ে পদ্ধতিতে খেলায় অংশগ্রহণ করবে। প্রত্যেক জোনের কাপ পর্বের চ্যাম্পিয়ন দল প্রতিযোগিতার চুড়ান্ত পর্বে উন্নীত হবে। প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পর্বে নবম জোনে অংশগ্রহণকারী বাফুফের আওতাধীন সকল বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা বোর্ড, বিকেএসপি, সেনা, নৌ, বিমান বাহিনী ও পুলিশ অর্থাৎ ১৫টি দল ৪টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে রাউন্ড-রবীন লীগ পদ্ধতিতে খেলায় অংশগ্রহণ করবে এবং প্রত্যেক গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন দল সেমি-ফাইনাল ও পরবর্তীতে ফাইনাল খেলায় অংশগ্রহণ করবে। নবম জোন অর্থাৎ সেবা অঞ্চল হতে ২ টি দল চুড়ান্ত পর্বের খেলায় উন্নীত হবে অর্থাৎ সর্বমোট ১০ টি দল চুড়ান্ত পর্বের খেলায় অংশগ্রহণ করবে।

চুড়ান্ত পর্বে অংশগ্রহণকারী ১০ টি দল দু'টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে একটি কেন্দ্রীয় ভেন্যুতে রাউন্ড-রবিন লীগ পদ্ধতিতে খেলায় অংশগ্রহণ করবে। গ্রুপদ্বয়ের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স-আপ দল সেমি-ফাইনাল এবং পরবর্তীতে ফাইনাল খেলায় অংশগ্রহণ করবে। বাফুফে বা অর্গানাইজিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিযোগিতার চুড়ান্ত পর্বের খেলাসমূহ প্রাথমিক পর্বের ন্যায় হোম ও এ্যাওয়ে ভিত্তিতেও আয়োজিত হতে পারে।

১৭. প্রতিযোগিতার কৌশলগত বিধি

১৭.১ কোন খেলায় জয়ী দলকে ৩ (তিন) পয়েন্ট দেওয়া হবে এবং পরাজিত দলকে কোন পয়েন্ট দেওয়া হবে না। কোন খেলা যদি ড্র হয়, সেক্ষেত্রে প্রতি দল ১ (এক) পয়েন্ট করে পাবে। প্রতি খেলায় গোলের সংখ্যা রেকর্ড করা হবে।

১৭.২ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ৬৩টি জেলা ফুটবল দলকে ভৌগলিক অবস্থান অনুসারে ৮টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হবে। একই জোনে অংশগ্রহণকারী দলসমূহকে ভৌগলিক অবস্থানের ভিত্তিতে দু'টি ভাগে অর্থাৎ দু'টি সাব জোনে বিভক্ত করা হবে এবং প্রত্যেক ভাগের অর্থাৎ সাব জোনের দলসমূহ নক-আউট হোম এন্ড এ্যাওয়ে পদ্ধতিতে খেলায় অংশগ্রহণ করবে। তবে যদি কোন সাব জোনে ৩টি জেলা থাকে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দলসমূহ রাউন্ড রবিন হোম এন্ড এ্যাওয়ে পদ্ধতিতে খেলায় অংশগ্রহণ করবে অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট সাব জোনে কোন প্রকার প্লেট পর্বের খেলা আয়োজিত হবে না। নক-আউট

BANGLADESH FOOTBALL FEDERATION ESTD 1972

শেষে পয়েন্টের ভিত্তিতে যে দল এগিয়ে থাকবে সে দল কাপ পর্বের পরবর্তী রাউন্ডসমূহে অংশগ্রহণ করবে এবং বিজিত দল প্লেট পর্বের পরবর্তী রাউন্ডসমূহে অংশগ্রহণ করবে। নক-আউট হোম এন্ড এ্যাওয়ে পদ্ধতিতে প্রতি রাউন্ড শেষে যদি দুই দলের মধ্যে পয়েন্ট সমান হয় তাহলে যে দল এ্যাওয়ে খেলায় বেশী গোল করেছে সে দলকে বিজয়ী বলে গণ্য করা হবে। যদি তখনও দলদ্বয়ের মধ্যে সমতা বিরাজ করে সেক্ষেত্রে সরাসরি ট্রাইব্রেকারের মাধ্যমে খেলার ফলাফল নির্ধারণ করা হবে।

১৭.৩ রাউন্ড রবিন লীগ পদ্ধতিতে (হোম এন্ড এ্যাওয়ে অথবা কেন্দ্রীয় ভেন্যু যেভাবেই হোক না কেন) খেলা শেষে যদি দুই বা ততোধিক দলের পয়েন্ট সমান হয়, সেক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে দলসমূহের স্থান নির্ধারণ করা হবেঃ

১৭.৩.১ সংশ্লিষ্ট দলসমূহের মধ্যে রাউন্ড রবিন লীগ পদ্ধতির খেলায় যে দল বেশী পয়েন্ট অর্জন করেছে।

১৭.৩.২ সংশ্লিষ্ট দলসমূহের মধ্যে রাউন্ড রবিন লীগ পদ্ধতির খেলায় গোল পার্থক্য।

১৭.৩.৩ সংশ্লিষ্ট দলসমূহের মধ্যে রাউন্ড রবিন লীগ পদ্ধতির খেলায় যে দল বেশী গোল করেছে।

১৭.৩.৪ গ্রুপ/সাব জোনের সকল খেলার সম্মিলিত গোলের ব্যবধান/পার্থক্য।

১৭.৩.৫ গ্রুপ/সাব জোনের সকল খেলার সম্মিলিত গোলের সংখ্যা।

১৭.৩.৬ সংশ্লিষ্ট দলসমূহ যদি মাঠে উপস্থিত থাকে তাহলে দু'দলের মধ্যে ট্রাইব্রেকার।

১৭.৩.৭ সংশ্লিষ্ট দলসমূহের মধ্যে খেলায় প্রদর্শিত হলুদ ও লাল কার্ডের পয়েন্টের ভিত্তিতে দলসমূহের অবস্থান নির্ধারন করা হবে (হলুদ কার্ড =১ পয়েন্ট, দুটি হলুদ কার্ড = লাল কার্ড = ২ পয়েন্ট, সরাসরি লাল কার্ড = ৩ পয়েন্ট, হলুদ কার্ড + সরাসরি লাল কার্ড = ৪ পয়েন্ট)। এইরুপে অর্জিত সর্বনিম্ন পয়েন্টধারী দল শীর্ষে অবস্থান করবে এবং সর্বোচ্চ পয়েন্টধারী দল সর্বনিম্নে অবস্থান করবে।

১৭.৩.৮ টস এর মাধ্যমে স্থান নির্ধারণ।

১৭.৪ 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় চ্যাম্পিয়নশীপ ২০২০' এর সমস্ত খেলা লজ অব দ্যা গেমস অনুসারে অনুষ্ঠিত হবে যাহা আন্তর্জাতিক ফুটবল এসোসিয়েশন বোর্ড কর্তৃক প্রণয়নকৃত এবং প্রকাশিত। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন নিম্নোক্ত যে কোন কারনে যে কোন ক্লাবকে প্রতিযোগিতার যে কোন মৌসুম থেকে বহিস্কার বা অংশগ্রহনের সুযোগ প্রদান না করার অধিকার সংরক্ষন করে ঃ

১৭.৪.১ যদি কোন দল তার খেলোয়াড়, প্রশিক্ষক এবং নিয়োগকৃত অন্যান্য অফিসিয়ালদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করে।

১৭.৪.২ যদি কোন দল প্রতিযোগিতার বিধিবিধান ভঙ্গ করে দোষী হয়।

১৭.৪.৩ যদি কোন দল এ্যাওয়ে দলের প্রাপ্য সকল সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে ব্যর্থ হলে যেমনঃ নিরাপত্তা, প্রশিক্ষণ সুবিধাদি এবং অন্যান্য সুবিধাদি।

১৭.৪.৪ যদি কোন দল নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাফুফের নিকট তাদের আর্থিক প্রতিবেদন দাখিল করতে ব্যর্থ হয়।

১৭.৪.৫ যদি কোন দল বাফুফে'র কোন নির্দেশনা অমান্য করে।

১৭.৪.৬ যদি কোন দল কোন খেলায় ওয়াক ওভার প্রদান করে।

অনুচ্ছেদ ৩: প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ

১৮. যোগ্য দলসমূহ

অংশগ্রহণকারী দলসমূহের সিনিয়র পুরুষ দলসমূহ এই রেগুলেশনের সকল বিধিমালা পূরণ সাপেক্ষে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করবে।

১৯. দায়িত্ব ও কর্তব্য

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে দলগুলো যে সকল বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবেঃ

BANGLADESH FOOTBALL FEDERATION ESTD-1972

১৯.১ প্রত্যেক হোম দলকে তার হোম ম্যাচের জন্য যাবতীয় ভেন্যু খরচ, কোচ, খেলোয়াড়, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের থাকার ও অন্যান্য খরচ বহন করবে।

১৯.২ প্রতিযোগিতার সাথে সম্পৃক্ত সকল প্রশাসনিক, ডিসিপ্লিনারী ও রেফারীং সংক্রান্ত বিষয়ে অত্র রেগুলেশন অনুযায়ী বাফুফে কর্তৃক অথবা বাফুফে'র সংশ্লিষ্ট কমিটি (সমূহ) কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হবেঃ

১৯.২.১ প্রতিযোগিতার সর্বত্র শক্তিশালী দল গঠন করা;

১৯.২.২ ফেয়ার প্লে'র নীতিগুলো মেনে চলবে;

১৯.২.৩ প্রতিযোগিতার সর্বত্র সকল খেলোয়াড়, কর্মকর্তা, সদস্য, অনুসারী এবং সমর্থকদের প্রবেশ হতে প্রস্থান পর্যন্ত সকল ধরনের আচরণের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে;

১৯.২.৪ বাফুফে প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধাসমূহ গ্রহণ করা/মেনে নেয়া।

১৯.৩ বাফুফে কর্তৃক পরিচালিত অথবা নির্দেশিত সকল ধরনের অফিসিয়াল কার্যক্রম বিশেষ করে ম্যানেজার্স মিটিং, সংবাদ সম্মেলন, অন্যান্য গণমাধ্যম, ফিফা/এএফসি সেমিনার/ওয়ার্কশপ, বিপনন কার্যক্রম ইত্যাদি সংক্রান্ত সকল অনুষ্ঠানে বাফুফে প্রদত্ত সার্কুলার/নির্দেশনা অনুযায়ী ক্লাবসমূহ উপস্থিত থাকবে ও স্বতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করবে। প্রতিযোগিতার সাথে সম্পর্কিত অন্য যে কোন ধরনের অফিসিয়াল কার্যক্রমে অংশগ্রহণে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট দলকে নূন্যতম ১৫,০০০ টাকা (পনের হাজার মাত্র) জরিমানা করা হবে;

১৯.৪ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকল খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাগণের যেকোন ধরনের রেকর্ড, নাম, ছবি এবং দলের ইমেজ (লোগো সম্বলিত) ব্যবহার করা বা অন্য কাউকে ব্যবহারের ক্ষমতা প্রদান করার অধিকার বাফুফে সংরক্ষণ করবে।

১৯.৫ মৌসুম চলাকালীন সময়ে দলের (জার্সির) রং পরিবর্তন করা যাবেনা। বাফুফে কর্তৃক প্রদত্ত লাল ও সবুজ রংয়ের জার্সি পরিধান করতঃ খেলায় অংশগ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী দলসমূহ নিজ নিজ হোম খেলায় খেলোয়াড়গণ সবুজ রং এর জার্সি ও গোলকিপারগণ হলুদ রং এর জার্সি পরিধান করবে এবং এ্যাওয়ে খেলায় খেলোয়াড়গণ লাল রং এর জার্সি ও গোলকিপারগণ কালো রং এর জার্সি পরিধান করবে। উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রীয় ভেন্যুতে খেলাসমূহে টিম 'এ' এর খেলোয়াড় ও গোলকীপারগণ একইভাবে সবুজ ও হলুদ রং এর জার্সি পরিধান করবে এবং টিম 'বি' এর খেলোয়াড় ও গোলকিপারগণ লাল ও কালো রং এর জার্সি পরিধান করবে। তথাপিও সকল খেলায় সকল দলসমূহকে উভয় প্রকারের জার্সিসহ মাঠে উপস্থিত হতে হবে এবং এই নিয়মের লঙ্ঘন করা হলে সংশ্লিষ্ট দলের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৯.৬ প্রতিযোগিতার সর্বত্র প্রতিটি খেলায় প্রত্যেক খেলোয়াড়গণকে যার যার নিজস্ব রেজিস্ট্রিকৃত জার্সি নম্বর সম্বলিত জার্সি পরিধান করতে হবে, যা কিনা খেলোয়াড়ের প্রাথমিক নিবন্ধনের সময় বাফুফে'র অফিসিয়াল রেজিস্ট্রেশন ফরমে ১ – ৯৯ পর্যন্ত যে কোন জার্সি নম্বর লিপিবদ্ধ করনের মাধ্যমে বাফুফে বরাবর জমা প্রদান করা হয়েছে। একই খেলোয়াড় বিভিন্ন ম্যাচে বিভিন্ন জার্সি নম্বর ব্যবহার করতে পারবে না। দ্বিতীয় রেজিস্ট্রেশন উইন্ডোতে রেজিস্ট্রিকৃত নতুন খেলোয়াড়গণ নতুন জার্সি নম্বর ব্যবহার করে থাকবেন।

২০ খেলতে অস্বীকৃতি, খেলায় অংশগ্রহণে অপরাগতার জরিমানা ও প্রতিস্থাপনঃ

২০.১ প্রতিযেগীতায় অংশগ্রহণকারী দলসমূহ প্রতিযোগিতার সকল খেলায় অংশগ্রহণ করবে।

২০.২ প্রতিযোগিতা হতে নাম প্রত্যাহার করে নেয়া অথবা প্রতিযোগিতা হতে বাদ দেয়া দল/দলসমূহ অন্য দল দ্বারা প্রতিস্থাপিত হতে পারবে। বাফুফে'র সংশ্লিষ্ট কমিটিসমূহ প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করবে, প্রয়োজনবোধে প্রতিযোগিতার পদ্ধতিগত এবং কৌশলগত বিধিমালায় পরিবর্তনের সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করবে।

BANGLADESH FOOTBALL FEDERATION ESTD-1972

২০.৩ যদি কোন অংশগ্রহণকারী দল প্রাকৃতিক দৈব-দুর্বিপাক ব্যতীত প্রতিযোগিতায় অন্তর্ভুক্তির পর নিজেদেরকে প্রত্যাহার করে নেয় অথবা খেলা চালিয়ে যেতে অপারগতা প্রকাশ করে অথবা খেলা শেষ হওয়ার পূর্বেই মাঠ ত্যাগ করে অথবা সর্বনিম্ন ১৮ (আঠার) জন খেলোয়াড় রেজিস্ট্রি করতে ব্যর্থ হয় সেক্ষেত্রে ঃ

২০.৩.১ উক্ত দল 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় চ্যাম্পিয়নশীপ ২০২০' হতে নিজেদের প্রত্যাহার করে নিয়েছে বলে গন্য করা হবে;

২০.৩.২ অংশগ্রহণকারী অন্যান্য দলসমূহ, বাফুফে এবং বাফুফে'র বাণিজ্যিক ও টিভি অংশীদার (গণ) কে তাদের সমস্ত ক্ষতি বা লোকসান এর জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বাফুফে নির্বাহী কমিটি বা বাফুফের সংশ্লিষ্ট কমিটি দ্বারা নির্ধারিত হবে ;

২০.৩.৩ অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে বাফুফে ডিসিপ্লিনারী কমিটি বরাবর অতিরিক্ত শাস্তি ও জরিমানার জন্য ইহা প্রেরণ করা হবে এবং পরবর্তীতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য বাফুফে নির্বাহী কমিটিতে প্রেরণ করা হবে ;

২০.৩.৪ প্রতিযোগিতা চলাকালীন বাফুফের নিকট হতে গৃহীত যে কোন ধরনের আর্থিক সুবিধা সম্পূর্ণরূপে ফেরত দিতে হবে এবং অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি হতে বঞ্চিত হবে।

২০.৩.৫ বাফুফে কার্যনির্বাহী কমিটি পরিস্থিতি বিবেচনা করে এবং/অথবা ক্ষয়-ক্ষতির পরিমান মূল্যায়ন করে জরিমানা/স্থগিতাদেশ দীর্ঘায়িত করতে পারবে।

যে কোন ধরনের দৈব-দুর্বিপাকে বাফুফে/অর্গানাইজিং কমিটি প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ ৪: দলের অফিসিয়াল প্রতিনিধি: কর্মকর্তা ও খেলোয়াড়

২১ খেলায় অংশগ্রহণকারী দলসমূহের কর্মকর্তা ও খেলোয়াড় সংখ্যা

অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকটি দল সর্বোচ্চ ২৩ (তেইশ) জন খেলোয়াড় এবং সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) জন কর্মকর্তার নাম নিবন্ধন করতে পারবেন এবং তারা সকলেই প্রতি খেলার দিন খেলার মাঠে এবং অন্যান্য সংরক্ষিত এরিয়ায় অবস্থানের প্রবেশাধিকার পেয়ে থাকবেন।

২২ খেলোয়াড়দের যোগ্যতা

২২.১ একজন খেলোয়াড় প্রতিযোগিতায় নিম্নলিখিত সকল শর্তাবলি পূরনের মাধ্যমে যোগ্য বলে বিবেচিত হবেঃ

খেলোয়াড় যথাযথভাবে এই রেগুলেশনের বিধান অনুযায়ী অংশগ্রহণকারী দলের দ্বারা বাফুফে কর্তৃক নিবন্ধিত হয়েছেন। প্রত্যেক খেলোয়াড়ের রেজিষ্ট্রেশন চলমান মৌসুমের প্রতিযোগিতার শেষ খেলা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

২২.২ একজন খেলোয়াড় অযোগ্য বলিয়া গণ্য হবে যদিঃ

২২.২.১ অনুচ্ছেদ ২২.১ এর লঙ্ঘন হলে;

২২.২.২ কোন খেলোয়াড়ের উপর স্থগিতাদেশ থাকা স্বত্ত্বেও তাকে মাঠে নামানো হলে;

২২.২.৩ নিবন্ধন সংক্রান্ত দাখিলকৃত কাগজপত্র/পত্রাদি মিথ্যা প্রমাণিত হলে অথবা অসত্য তথ্য থাকলে।

২২.৩ যদি কোন খেলোয়াড়ের স্ট্যাটাস সংক্রান্ত বিষয়ে বিতর্ক দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে বাফুফে 'প্লেয়ার স্ট্যাটাস কমিটি' বরাবর তা উপস্থাপন করা হবে।

২৩. খেলোয়াড় নিবন্ধনের পর্যায়ঃ

খেলোয়াড় নিবন্ধন এর ২ (দুই) টি পর্যায়ে আছেঃ

২৩.১ রেজিস্ট্রিভুক্ত করণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২৩ (তেইশ) জন এবং সর্বনিম্ন ১৮ (আঠার) জন খেলোয়াড় নিবন্ধন করতে হবে।

২৩.২ প্রতিযোগিতা চলাকালীন সময় প্রতিটি ম্যাচে খেলোয়াড়ের চূড়ান্ত তালিকায় মূল ১১ (এগার) জন এবং অতিরিক্ত ১২ (বার) জন খেলোয়াড়দের চিহ্নিত করতে হবে।

২৪ খেলোয়াড় নিবন্ধন এর প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি

২৪.১ প্রতিযোগিতার জন্য খেলোয়াড় নিবন্ধনের ক্ষেত্রে, 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় চ্যাম্পিয়নশীপ ২০২০' উপলক্ষে বাফুফে কর্তৃক প্রণীত খেলোয়াড় রেজিস্ট্রেশন ফরম ব্যবহার করতঃ নিবন্ধন করতে হবে। একইসাথে অনুচ্ছেদ ২৪.২ অনুযায়ী অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদিসহ বাফুফে কর্তৃক ঘোষিত সর্বশেষ সময়সীমার মধ্যে জমা প্রদান করতে হবে। খেলোয়াড় নিবন্ধনের ক্ষেত্রে খেলোয়াড়ের জাতীয় পরিচয়পত্রে উল্লেখিত জেলার পক্ষে নিবন্ধিত হতে হবে। যদি কোন খেলোয়াড়ের জাতীয় পরিচয় পত্র না থাকে সেক্ষেত্রে তার নিজ জেলার জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করতে হবে। একই খেলোয়াড়কে যদি কোন জেলা ফুটবল দল অথবা খেলোয়াড়ের অধ্যয়নরত/কর্মরত সংস্থা কর্তৃক নিবন্ধনে আগ্রহ প্রকাশ করে সেক্ষেত্রে খেলোয়াড়ের অধ্যয়নরত/কর্মরত সংস্থা অগ্রাধিকার পাবে। আরও উল্লেখ্য যে, শিক্ষা বোর্ডসমূহ নিজ নিজ শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন স্কুল ও কলেজ হতে খেলোয়াড় সংগ্রহ করতঃ তাদেরকে নিবন্ধন করবে এবং নিবন্ধনের ক্ষেত্রে খেলোয়াড় সংশ্লিষ্ট স্কুল/কলেজ হতে খেলোয়াড়ের ছাত্রত্বের প্রমান দলিল বাফুফেকে প্রদান করতে হবে। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের দলসমূহের পক্ষে নিবন্ধিত খেলোয়াড়গণের নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে ছাত্রত্বের প্রমান নিবন্ধনের সময় বাফুফেকে দাখিল করতে হবে এবং সেনা, নৌ, বিমান বাহিনী ও পুলিশে কর্মরত খেলোয়াড়গণের নিবন্ধনের ক্ষেত্রে তার নিজ নিজ সংস্থা হতে চাকুরীত্বের প্রমান বাফুফেতে দাখিল করতে হবে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, 'বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগ ২০১৯-২০' এ নিবন্ধিত খেলোয়াড়গণ এই প্রতিযোগিতায় কোন ক্রমেই কোন দলের পক্ষে নিবন্ধন ও খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। এ প্রতিযোগিতায় কোন দলের পক্ষে নিবন্ধিত কোন খেলোয়াড় অন্য কোন দলের পক্ষে খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না, অর্থাৎ প্রতিযোগিতা হতে কোন দল বাদ পড়ে গেলেও সংশ্লিষ্ট দলের খেলোয়াড়গণ অন্য কোন দলের পক্ষ হয়ে খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

২৪.২ খেলোয়াড় নিবন্ধনের প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি (কিন্তু শুধুমাত্র নিম্নলিখিতভাবে সীমাবদ্ধ নয়)ঃ

- খেলোয়াড়দের জন্য অফিসিয়াল রেজিস্ট্রেশন ফরম (বাধ্যতামূলক);
- অংশগ্রহণকারী দলের লেটার হেডে (প্যাডে) নিবন্ধিত খেলোয়াড়দের চূড়ান্ত তালিকা;
- ৩ (তিন) কপি পাসপোর্ট সাইজ রঙ্গিন ছবি (রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত কাগজপত্র জমা দানের ৩ (তিন) মাসের মধ্যে তোলা ছবি);
- বৈধ ন্যাশনাল আইডি কার্ডের কপি; অথবা জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রত্যয়ন পত্র;
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় হতে ছাত্রত্বের প্রমান;
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সেনা, নৌ, বিমান বাহিনী ও পুলিশে কর্মরত খেলোয়াড়দের চাকুরীত্বের প্রমান;

২৪.৩ প্রয়োজনবোধে বাফুফে উপরের অনুচ্ছেদ ২৪.২ এ বর্ণিত কাগজপত্রের সাথে অতিরিক্ত আরোও কাগজপত্রের জন্য অনুরোধ করতে পারে।

২৫ খেলোয়াড় নিবন্ধনের মূলনীতিঃ

২৫.১ প্রতিযোগিতার জন্য অংশগ্রহণকারী দলসমূহ সর্বনিম্ন ১৮ (আঠার) জন ও সর্বোচ্চ ২৩ (তেইশ) জন খেলোয়াড় নিবন্ধন করতে পারবে। বাফুফে খেলায় অংশগ্রহণে যোগ্য প্রতিটি খেলোয়াড় ও কর্মকর্তার জন্য এ্যাক্রিডিটেশন কার্ড (ছবিসহ) প্রদান করবে।

২৫.২ অংশগ্রহণকারী কোন দল যদি ন্যূনতম ১৮ (আঠার) জন খেলোয়াড় রেজিস্টার করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে অনুচ্ছেদ ২০.৩ মোতাবেক উক্ত ক্লাব কে প্রত্যাহার করা হয়েছে বা প্রত্যাহার করে নিয়েছে বলে বিবেচনা করা হবে।

২৫.৩ প্রতিযোগিতার যেকোন পর্যায়ে খেলোয়াড়গণ রেজিস্ট্রেশন উইন্ডোর সময় বাফুফে বরাবর জমাকৃত খেলোয়াড়দের জন্য বাফুফে'র অফিসিয়াল রেজিস্ট্রেশন ফরমে উল্লেখিত জার্সি নম্বর সম্বলিত জার্সি পরিধান করবেন। জার্সি নম্বর-১, ২২, ২৩ গোলরক্ষকের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

২৫.৪ অংশগ্রহণকারী দলসমূহ কোন প্রকার শর্ত ছাড়াই সর্বনিম্ন ৩ (তিন) জন গোলকীপার নিবন্ধন করতে বাধ্য থাকবেন।

২৫.৫ খেলোয়াড়দের জন্য বাফুফে কর্তৃক প্রদত্ত অফিসিয়াল রেজিস্ট্রেশন ফরম যথাযথভাবে ও সঠিক তথ্যের মাধ্যমে পূরন করা আবশ্যক।

২৫.৬ যেকোন অসম্পূর্ণ তথ্য/ফরম সম্বলিত খেলোয়াড় নিবন্ধনের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না। সকল যোগ্য খেলোয়াড়ের জন্য এ্যাক্রিডিটেশন কার্ড ইস্যু করা হবে। কোন কার্ড হারিয়ে গেলে উহা পুনঃ ইস্যুকরনের জন্য তার ক্ষতিপূরণ ফি বাবদ ১,০০০ (এক হাজার) টাকা মাত্র জমা প্রদান করতে হবে।

২৫.৭ অনুচ্ছেদ ২৪.২ পালনের ক্ষেত্রে কোন দল দোষী সাব্যস্ত হলে প্রতিযোগিতার বাইলজ ও বাফুফে'র ডিসিপ্লিনারী কোড অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২৫.৮ বাফুফে কর্তৃক ঘোষিত সর্বশেষ সময়সীমার মধ্যে প্রয়োজনীয় সকল কাগজ-পত্রাদির সাথে বাফুফে অফিসিয়াল রেজিস্ট্রেশন ফরম বাফুফে সচিবালয় বরাবর জমা প্রদান করা না হলে সংশ্লিষ্ট দল সরাসরি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে এবং অনুচ্ছেদ ২০.৩ মোতাবেক উক্ত দল প্রতিযোগিতা থেকে তার নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে বলে বিবেচনা করা হবে।

২৬ রেজিস্ট্রেশন উইন্ডো ঃ

২৬.১ 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় চ্যাম্পিয়নশীপ ২০২০' এ ২টি খেলোয়াড় রেজিস্ট্রেশন উইন্ডো থাকবে যাহার সময়সীমা বাফুফে অথবা অর্গানাইজিং কমিটি কর্তৃক নির্ধারন করা হবে।

২৬.২ কোন খেলোয়াড়ের রেজিস্ট্রেশন (অনুচ্ছেদ ২৪ অনুযায়ী) মূল ফরমে বাফুফের অফিশিয়াল ষ্ট্যাম্প/সীল দ্বারা (সময় ও তারিখসহ) গ্রহন করার পরে ইহা বাফুফে কর্তৃক গৃহীত হয়েছে বলে গন্য করা হবে। রেজিস্ট্রেশন ফরম গ্রহন করার সময় সম্পর্কে বাফুফের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। জমা প্রদানের প্রমাণ গ্রহনের প্রমান হিসেবে গণ্য হবে না।

২৬.৩ একজন খেলোয়াড় শুধুমাত্র একটি দলের পক্ষে নিবন্ধিত হতে পারবে।

২৬.৪ যদি কোন খেলোয়াড়ের স্ট্যাটাস নিয়ে সমস্যা দেখা যায় তাহলে সেটি বাফুফে প্লেয়ার স্ট্যাটাস কমিটি সমাধান করবে এবং প্লেয়ার স্ট্যাটাস কমিটির কোন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করতে হলে বাফুফে গঠনতন্ত্রে বর্ণিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করতঃ আপিল করতে হবে।

২৭. খেলা শুরুর তালিকা

২৭.১ অংশগ্রহণকারী দলসমূহ তাদের 'ম্যাচ শুরুর তালিকা'তে দলের অধিনায়ক ও গোলকীপারকে চিহ্নিত করে দিবে। খেলার দিন প্রতিটি দলের নিকট 'খেলোয়াড় সিলেক্টশন লিষ্ট' প্রদান করা হবে, যাতে মূল ১১ (এগার) জন ও অতিরিক্ত ১২ (বার) জন খেলোয়াড় চিহ্নিত করে বাফুফে ম্যাচ কমিশনারের নিকট খেলা শুরুর নূন্যতম ৯০ (নব্বই) মিনিট পূর্বে জমা প্রদান করতে হবে।

২৭.২ 'ম্যাচ শুরুর তালিকা' সম্পাদিত হলে, উভয় দল কর্তৃক স্বাক্ষরিত অবস্থায় তা বাফুফের ম্যাচ কমিশনারের নিকট দাখিল করনের পরেও ম্যাচ শুরুর পূর্বেঃ

BANGLADESH FOOTBALL FEDERATION ESTD-1972

২৭.২.১ তালিকাভূক্ত ১১ (এগার) জন মূল খেলোয়াড়দের মধ্য হতে কোন খেলোয়াড় খেলায় অংশগ্রহণ করতে না পারে, সেক্ষেত্রে খেলা শুরুর তালিকায় তালিকাভূক্ত যেকোন অতিরিক্ত খেলোয়াড়ের দ্বারা সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড় প্রতিস্থাপিত হতে পারবে। একই সাথে খেলা চলাকালীন সময়ে ৩ (তিন) জন খেলোয়াড়ও পরিবর্তন করতে পারবে।

২৭.২.২ পরিবর্তীত খেলোয়াড় পুনরায় সংশ্লিষ্ট খেলায় অংশগ্রহণের জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

২৮. কর্মকর্তাদের নিবন্ধন

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে দলের কর্মকর্তা নিবন্ধনের ক্ষেত্রে, 'অফিসিয়াল রেজিস্ট্রেশন ফরম' ব্যবহার করবে, একইসাথে অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদিসহ অনুচ্ছেদ ২৯-৩০ এ বর্ণিত নথিপত্র ফ্যাক্স বা কুরিয়ার এর মাধ্যমে বাফুফে কর্তৃক ঘোষিত সর্বশেষ সময়সীমার মধ্যে জমা প্রদান করতে হবে।

২৯. কর্মকর্তাদের নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি

২৯.১ প্রতিযোগিতায় কর্মকর্তা নিবন্ধনের জন্য 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় চ্যাম্পিয়নশীপ ২০২০' এর অফিসিয়াল রেজিস্ট্রেশন ফরম ব্যবহার করা আবশ্যক।

২৯.২ কর্মকর্তা নিবন্ধনের প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি, কিন্তু শুধুমাত্র নিম্নলিখিতভাবে সীমাবদ্ধ নয় (যদি না ইতোমধ্যে বাফুফের নিকট প্রেরিত হয়)ঃ

- কর্মকর্তার জন্য অফিসিয়াল রেজিস্ট্রেশন ফরম;
- ২ কপি পাসপোর্ট সাইজ রঙ্গিন ছবি (রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত কাগজপত্র জমা দানের ৩ (তিন) মাসের মধ্যে তোলা ছবি);
- বৈধ পাসপোর্ট/ন্যাশনাল আইডি/জন্ম নিবন্ধন এর কপি

২৯.৩ প্রয়োজনবোধে বাফুফে উপরের অনুচ্ছেদ ২৯.২ এ বর্ণিত কাগজপত্রের সাথে অতিরিক্ত আরোও কাগজপত্রের জন্য অনুরোধ করতে পারবে।

৩০ কর্মকর্তাদের রেজিস্ট্রেশনের নীতিমালা সমূহ

৩০.১ অংশগ্রহণকারী ক্লাবসমূহ সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) জন কর্মকর্তার নাম নিবন্ধন করতে পারবে এবং সকল কর্মকর্তা টিম বেঞ্চে অবস্থান করার অনুমতি পাবেন।

৩০.২ বাফুফে অফিসিয়াল রেজিস্ট্রেশন ফরম এর প্রতিটি কলামে সঠিক তথ্য দিয়ে পূরন করতে হবে।

৩০.৩ যেকোন অসম্পূর্ণ তথ্য/ফরম সম্বলিত কর্মকর্তা নিবন্ধনের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না। সকল যোগ্য কর্মকর্তাগণের জন্য এ্যাক্রিডিটেশন কার্ড ইস্যু করা হবে। কোন কার্ড হারিয়ে গেলে উক্ত কার্ড প্রতিস্থাপনের জন্য তার ক্ষতিপূরণ ফি বাবদ ১,০০০ (এক হাজার) টাকা মাত্র প্রদান করতে হবে।

৩০.৪ অনুচ্ছেদ ২৯ অনুযায়ী সকল কাগজপত্রাদি সঠিকভাবে পূরণ করতঃ বাফুফে কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ঢাকাস্থ বাফুফে সচিবালয় বরাবর জমা প্রদান করা দলের দায়িত্ব।

অনুচ্ছেদ ৫: গণমাধ্যম

৩১ সাধারণ নিয়মাবলী

BANGLADESH FOOTBALL FEDERATION ESTD-1972 BFF HOUSE, MOTIJHEEL, DHAKA-1000

অংশগ্রহণকারী ক্লাবসমূহকে নিজ নিজ ওয়েব সাইট বাফুফে'র ওয়েব সাইটের (www.bff.com.bd) সাথে সংযুক্ত করনের জন্য উৎসাহিত করা যাচ্ছে।

৩২ গণমাধ্যমের অনুমোদিত এলাকাসমূহ

৩২.১ প্রিন্ট/ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কোন প্রতিনিধি মাঠের দর্শক ও খেলার মাঠের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।

৩২.২ দলের ড্রেসিং রুমগুলোতে খেলার পূর্বে, চলাকালীন সময়ে অথবা খেলা শেষ হওয়ার পরে গণমাধ্যমের প্রতিনিধিবৃন্দ কোনভাবেই প্রবেশ করতে পারবে না।

৩২.৩ হোষ্ট ব্রডকাস্টার এবং সম্প্রচার কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গদের জন্য খেলার ২ (দুই) দিন পূর্ব হতে ১ (এক) দিন পর পর্যন্ত প্রতিটি খেলার সম্প্রচার কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য স্টেডিয়ামে প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত থাকবে।

৩২.৪ সকল ধরনের সম্প্রচার অধিকার বাফুফে কর্তৃক সংরক্ষিত থাকবে এবং হোম দল আরোও নিশ্চয়তা দিবে যে, অন্য কোন সম্প্রচারকারী, ভিডিওম্যান অথবা ইএনজি ক্যামেরাম্যান বাফুফের লিখিত সম্মতি ছাড়া মাঠে প্রবেশ করতে পারবে না।

৩৩ প্রশিক্ষন সময়

দলীয় প্রশিক্ষন গণমাধ্যমের জন্য উন্মুক্ত রাখা আবশ্যক। অংশগ্রহণকারী দল ক্লোজড ট্রেনিং সেশন করতে চাইলেও ট্রেনিং এর ১ম ১৫ (পনের) মিনিট গণমাধ্যমের জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে।

৩৪ সংবাদ সম্মেলন

৩৪.১ অংশগ্রহণকারী দলসমূহ বাফুফের আমন্ত্রণ সাপেক্ষে বাফুফে মিডিয়া অফিসার/ম্যাচ কমিশনারের তত্ত্বাবধানে ম্যাচ পূর্ববর্তী সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন।

৩৪.২ অংশগ্রহনকারী দলের প্রধান প্রশিক্ষক বাফুফের আমন্ত্রণ সাপেক্ষে ম্যাচের নূন্যতম ১ (এক) দিন পূর্বে প্রি-ম্যাচ/কম্পিটিশন সম্পর্কিত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হতে বাধ্য থাকিবেন।

৩৪.৩ উভয় দল প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রত্যেক খেলা শেষে ম্যাচ পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে তাদের প্রধান প্রশিক্ষকের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে বাধ্য থাকবেন।

৩৪.৪ উপরে বর্ণিত অনুচ্ছেদ ৩৪.১, ৩৪.২ ও ৩৪.৩ ভঙ্গ করলে সংশ্লিষ্ট ক্লাবকে নূন্যতম ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা আর্থিক জরিমানা করা হবে এবং প্রধান প্রশিক্ষককে ড্রেসিং রুম/টিম বেঞ্চে বসা হতে বিরত থাকার নিষেধাজ্ঞা জারি হতে পারে।

৩৫ ম্যাচের অডিও/ভিডিও ম্যাচের রেকর্ডিং

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে হোম দলসমূহ ম্যাচের ভাল মানের ধারণকৃত অডিও/ভিডিও ডিভিডি এর নিশ্চয়তা প্রদান করবে।

অনুচ্ছেদ ৭: টিকেটিং

৩৬ নীতিমালা

৩৬.১ সমস্ত টিকেটিং প্রক্রিয়াটি অর্থাৎ টিকেটের ডিজাইন, মূল্য নির্ধারণ, পদ্ধতি প্রনয়ন, বাস্তবায়ন এবং এর নিয়ন্ত্রনের সকল পর্যায় বাফুফে দ্বারা অনুমোদিত হবে।

৩৬.২ খেলার জন্য মুদ্রিত টিকেট কোথায় পাওয়া যায়, আসন সংখ্যা এবং / অথবা সিরিয়াল সংখ্যা অন্তর্ভূক্ত করণসহ সকল বিষয়ে হোম দল নিশ্চয়তা প্রদান করবে। সমস্ত টিকেট প্রতিযোগিতার লোগো সম্বলিত এবং পৃষ্ঠপোষক সংক্রান্ত সকল ধরনের প্রতিষ্ঠানের লোগো সংশ্লিষ্ট হতে হবে।

৩৬.৩ হোম খেলার টিকেট ছাপানো এবং বিক্রির দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট হোম দলের। ম্যাচ আয়োজনের খরচ কেটে রেখে টিকেট বিক্রয় থেকে পাওয়া অর্থ হোম দল প্রাপ্য হবে। বাফুফে টিকেট বিক্রয় অর্থ থেকে ৫% (পাঁচ শতাংশ) লেভি হিসেবে পাবে; যেখানে নূন্যতম লেভি ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা। প্রতিযেগিতায় স্ব স্ব দলের শেষ খেলার ৩ (তিন) দিনের মধ্যে টিকেট বিক্রয়ের হিসাব বাফুফে সচিবালয়কে লিখিতভাবে অবহিত করবে।

৩৭ **সৌজন্যমূলক টিকেট**

প্রতিটি হোম দল কমপক্ষে ২৫ (পঁচিশ) টি ভিআইপি টিকেট এ্যাওয়ে দলকে প্রদান করবে যাহা এ্যাওয়ে দলের অফিসিয়াল/সমর্থকদের জন্য ব্যবহার করা হবে। অধিকন্তু, প্রতিটি হোম দল কমপক্ষে ৫০ (পঞ্চাশ) টি ভিআইপি টিকেট বাফুফেকে প্রদান করবে, যাহা বাফুফে অফিসিয়াল ও কর্মাশিয়াল পার্টনারদের জন্য ব্যবহৃত হবে।

অনুচ্ছেদ ৮: মেডিক্যাল ও ডোপিং নিয়ন্ত্রণ

৪৩. **মেডিক্যাল ব্যক্তিত্ব**

হোম দল নিজস্ব খরচে খেলার মাঠে খেলার দিন কমপক্ষে ১ (এক) জন ডাক্তার, ২ (দুই)টি স্ট্রেচার ও ৪ জন স্ট্রেচার বহনকারী উপস্থিত রাখবে।

৪৪. **এন্টি ডোপিং**

৪৪.১ প্রতিযোগিতায় সম্পূর্ণভাবে ডোপিং নিষিদ্ধ। বাফুফে প্রয়োজনবোধে আন্তর্জাতিক বিধিমালা অনুসরণ করতঃ ডোপিং এর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।

৪৪.৩ বাফুফে ডিসিপ্লিনারী কোড, এএফসি এন্টি ডোপিং রেগুলেশন, সেই সাথে সকল প্রাষঙ্গিক ফিফা ও এএফসি নির্দেশিকা সমূহ এ প্রতিযোগিতার জন্য কার্যকর থাকবে।

অনুচ্ছেদ ৯: ডিসিপ্লিনারী আইন ও পদ্ধতি

৪৫ **ডিসিপ্লিনারী ব্যবস্থা এবং আপীল**

৪৫.১ বর্তমান বাফুফের গঠনতন্ত্রের সাথে মিল রেখে ডিসিপ্লিনারী ব্যবস্থা এবং আপীল গ্রহণ করা হবে। এ ক্ষেত্রে বাফুফে'র ডিসিপ্লিনারী কোড এবং এর সাথে সম্পর্কিত সকল সার্কুলার (সমূহ) বিবেচনায় আনা হবে।

৪৫.২ লজ অব দ্যা গেমস্ লঙ্ঘিত হলে এবং / অথবা দলের অফিসিয়াল ও খেলোয়াড় দ্বারা বাফুফে'র বিধিমালা লঙ্ঘনের উদ্রেক হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়ার অধিকার বাফুফে সংরক্ষন করে।

৪৫.৩ কোন দল কোন রেফারী বা সহকারী রেফারীকে কোন অর্থ বা সম্মানী প্রদানের অথবা কোন প্রকার উপহার বা উৎকোচ দেবার প্রস্তাব করতে পারবেনা। এই নিয়ম ভঙ্গ করলে দোষী দলকে বহিস্কার করা হবে এবং উক্ত দল, ইহার কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ, কোচ এবং খেলোয়াড়গণের উপর বাফুফে কর্তৃক আরো জরিমানা/নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হতে পারে। এইরূপ কোন প্ররোচনার প্রস্তাব রেফারী/রেফারীগণ অনতিবিলম্বে বাফুফেকে অবহিত করতে বাধ্য থাকবে। এইরূপ কোন প্রস্তাবের

BANGLADESH FOOTBALL FEDERATION ESTD-1972 MOTIJHEEL, DHAKA-1000

ব্যাপারে কোন রেফারী বাফুফেকে যথাসময়ে অবহিত করতে ব্যর্থ হলে রেফারীদের প্যানেল থেকে তাহার নাম বাদ দেওয়া হবে এবং তাহার বিরুদ্ধে অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও গ্রহন করা হবে।

৪৫.৪ যদি কোন রেফারী অংশগ্রহণকারী কোন দল থেকে কোন অর্থ বা উপহার গ্রহন করে তবে তিনি রেফারী প্যানেল থেকে বহিস্কৃত হবেন এবং তাহার উপর বাফুফে কর্তৃক আরোও জরিমানা/নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হতে পারে।

৪৫.৫ কোন দলের পক্ষে যদি অনিবন্ধিত (বা অবৈধ) কোন খেলোয়াড় খেলায় অংশগ্রহণ করে তাহলে উক্ত দলের অর্জিত পয়েন্ট হতে এরূপ প্রতিটি খেলার জন্য ৩ (তিন) পয়েন্ট করে কর্তন করা হবে এবং উক্ত খেলায় দলটি ৩-০ গোলে পরাজিত হয়েছে বলে গণ্য করা হবে। তবে জয়ী ঘোষিত দল ৩ (তিন) গোলের বেশি ব্যবধানে এগিয়ে থাকলে উক্ত ফলাফলই চূড়ান্ত বলে গন্য হবে।

৪৫.৬ কোন দল, ইহার কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ, কোচ, খেলোয়াড় অথবা সমর্থক কোন রেফারীকে প্ররোচিত করতে পারবেনা এবং কোন খেলার রেফারীকে তার কর্তব্য পালনে প্রভাবিত করার চেষ্টা করতে পারবে না। কোন দল, ইহার কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ, কোচ, খেলোয়াড় অথবা সমর্থক এইরুপ কোন প্ররোচনার জন্য দোষী সাব্যস্ত হলে উক্ত দলের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে এবং উক্ত দল, ইহার কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ, কোচ, খেলোয়াড়গণ এবং সমর্থকদের উপর বাফুফে বা বাফুফে প্রফেশনাল ফুটবল লীগ কমিটি কর্তৃক আরো জরিমানা/নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হতে পারে।

৪৬. খেলোয়াড় এবং কর্মকর্তাদের খেলার মাঠ থেকে সতর্কীকরণ বা বরখাস্ত করন

৪৬.১ 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় চ্যাম্পিয়নশীপ ২০২০' এ অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচিত সকল ফুটবল দলসমূহ খেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ফেয়ার প্লে এর সকল বিধিমালা সম্মান করতে ও পালন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকিবে।

৪৬.২ বাফুফে কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত ম্যাচ কমিশনার প্রতিযোগিতার প্রতি খেলায় ফেয়ার প্লে এর উৎকর্ষতা মূল্যায়ন করবেন। এ বিষয়ে ম্যাচ কমিশনার বাফুফে-এর কাছে একটি প্রতিবেদন প্রদান করবেন।

৪৬.৪ রেফারী, ম্যাচ কমিশনার, রেফারী এসেসর অথবা অর্গানাইজিং কমিটি কর্তৃক যে কোন বিষয়ে ডিসিপ্লিনারী কমিটির কাছে দৃষ্টি আকর্ষন করা হলে বাফুফে ডিসিপ্লিনারী কমিটি উক্ত বিষয়ে বাফুফে ডিসিপ্লিনারী কোড অনুযায়ী কমিটি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪৬.৫ কোন খেলোয়াড়, দল, কর্মকর্তা/কর্মচারী বা রেফারী বা অন্য যে কেহ বাফুফে ডিসিপ্লিনারী কমিটি কর্তৃক তাহার বিরুদ্ধে আরোপিত নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল করতে পারবে এবং মূল নিষেধাজ্ঞা আরোপের ২ (দুই) দিনের মধ্যে সকল কাগজপত্রসহ বাফুফে আপীল কমিটির কাছে আপীল করতে হবে।

৪৬.৬ বাফুফে ডিসিপ্লিনারী কমিটি কর্তৃক গৃহীত নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ ব্যাতীত অন্য যে কোন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বাফুফে আপীল কমিটির নিকট আপীল করা যাবেঃ

ক) সতর্কীকরন।

খ) কঠোরভাবে সতর্ককরন।

গ) ৩ (তিন) ম্যাচের কম খেলায় বরখাস্তকরন অথবা সর্বোচ্চ ২ (দুই) মাস পর্যন্ত বরখাস্তকরন।

ঘ) কোন ক্লাবকে ৫০,০০০/= (পঞ্চাশ হাজার) টাকার কম টাকা জরিমানাকরন অথবা অন্য যে কোন ক্ষেত্রে ২৫,০০০/= (পঁচিশ হাজার) টাকার কম টাকা জরিমানাকরন।

৪৬.৭ প্রত্যেক খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাকে প্রদর্শিত হলুদ ও লাল কার্ডের রেকর্ড বাফুফে সংরক্ষন করবে এবং অংশগ্রহণকারী দলসমূহও নিজ নিজ লাল ও হলুদ কার্ডের রেকর্ড সংরক্ষণ করবে।

৪৬.৭.১ একজন খেলোয়াড় খেলা চলাকালীন সময়ে সরাসরি লাল কার্ড বা দুইটি হলুদ কার্ড প্রদর্শনের মাধ্যমে লাল কার্ড প্রদর্শিত হলে উক্ত খেলোয়াড় পরবর্তী ম্যাচের জন্য সাসপেন্ড হবে। যদি গুরুতর অপরাধে লাল কার্ড প্রদর্শিত হয় তাহলে বাফুফে ডিসিপ্লিনারী কমিটি সাসপেনসনের সময় সীমা বৃদ্ধি করতে পারবে।

৪৬.৭.২ কোন খেলোয়াড় প্রতিযোগিতার ২ (দুই) টি ভিন্ন ম্যাচে সতর্কতামূলক কার্ড (হলুদ কার্ড) প্রদর্শিত হলে তাহাকে পরবর্তী এক ম্যাচে অংশগ্রহণ করা হতে বিরত রাখা হবে।

৪৬.৭.৩ দলের কোন কোচ, খেলোয়াড়, কর্মকর্তা/কর্মচারী বাফুফে ও ইহার কর্মকর্তা, অর্গানাইজিং কমিটি, ম্যাচ কমিশনার, রেফারী, সহকারী রেফারী বা চতুর্থ অফিসিয়ালের বিষয়ে জনসমক্ষে, মিডিয়ায় ও কোন প্রকার সামাজিক মাধ্যমে কোন সমালোচনা করতে পারবে না। ইহার লঙ্ঘন অপরাধ বলে গণ্য হবে এবং অপরাধীর বিরুদ্ধে কমপক্ষে ৩০,০০০/= (ত্রিশ হাজার) টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা যাবে। প্রয়োজনবোধে বিষয়টি বাফুফে ডিসিপ্লিনারী কমিটির নিকট অধিকতর আর্থিক জরিমানা ও শাস্তির জন্য প্রেরণ করা হবে।

৪৬.৭.৪ ম্যাচ কমিশনার এবং/অথবা রেফারী কর্তৃক কোন বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষন করা হলে উহার প্রেক্ষিতে বাফুফে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

৪৬.৭.৫ খেলা চলাকালীন সময়ে কোন খেলোয়াড় বা ক্লাব কর্মকর্তা কোন মোবাইল বা যেকোন ধরনের ইলেক্ট্রনিক যোগাযোগ ডিভাইস বা ধ্বংসাত্মক আইটেম নিজের সঙ্গে বহন করতে পারবে না। ইহার ব্যত্যয় ঘটলে সংশ্লিষ্ট দলের কর্মকর্তা ও খেলোয়াড়কে শাস্তি প্রদান করা হবে এবং প্রয়োজনবোধে স্টেডিয়াম থেকে বহিস্কার করা হবে অথবা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা খেলোয়াড়কে কমপক্ষে ১ (এক) ম্যাচের জন্য স্টেডিয়ামে প্রবেশ হতে নিষিদ্ধ করা হতে পারে। অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে আরোও যেকোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারে অথবা প্রয়োজনবোধে আরোও অধিক শাস্তি আরোপ করতে পারেন।

৪৭. পাতানো খেলা

কোন প্রকার পাতানো খেলা প্রমানিত হলে বিষয়টি সম্পর্কে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বাফুফে ডিসিপ্লিনারী কমিটির নিকট প্রেরণ করা হবে।

৪৯. প্রতিবাদঃ

৪৯.১ নিম্নলিখিত বিধিমালা অনুযায়ী যেকোন ধরনের প্রটেষ্ট যাহা মাঠ সম্পর্কিত, আনুষঙ্গিক ম্যাচ সরঞ্জাম, খেলোয়াড়দের যোগ্যতা, স্টেডিয়াম প্রস্তুতকরন, ফুটবল, খেলা পরিচালনায় সরাসরি প্রভাব ফেলে এমন যেকোন বিষয় এবং এ রেগুলেশনের লঙ্ঘন সম্পর্কিত যে কোন বিষয় হতে পারে।

৪৯.২ প্রথমেই একটি লিখিত প্রতিবাদপত্র অবিলম্বে খেলা শেষ হবার ২ (দুই) ঘন্টার মধ্যে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকাসহ বাফুফে ম্যাচ কমিশনার বরাবর জমা প্রদান করতে হবে। প্রতিবাদটি ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘন্টার মধ্যে সমাধান করা হবে। প্রতিবাদ প্রত্যাখ্যাত হলে প্রতিবাদ ফি ফেরতযোগ্য নহে।

৪৯.৩ যদি কোন ভিত্তিহীন অথবা অপ্রাসঙ্গিক প্রতিবাদ করা হয়, তাহলে ডিসিপ্লিনারী কমিটি প্রয়োজনবোধে জরিমানা করতে পারে এবং ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা প্রতিবাদ ফি বাজেয়াপ্ত হতে পারে।

৪৯.৪ প্রতিযোগিতা শেষ হবার পরে এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত যে কোন ধরনের প্রতিবাদকে উপেক্ষা করা হবে।

৫০ আরবিট্রেশন

৫০.১ বাফুফের গঠণতন্ত্র অনুযায়ী অংশগ্রহণকারী কোন দল দেওয়ানী আদালতের নিকট আবেদন করতে পারবে না।

৫০.২ উপরন্তু, প্রতিযোগিতার সাথে সম্পৃক্ত যেকোন বিরোধ শালিসী আলোচনার মাধ্যমে নিস্পত্তি করা হবে।

৫০.৩ যদি কোন সমাধানে পৌঁছানো সম্ভব না হয় অথবা আনুষ্ঠানিক বিরোধ নিস্পত্তির আবেদন করা হয়, তাহলে উহা সমাধানের জন্য বাফুফের গঠণতন্ত্র অনুযায়ী আরবিট্রেশন আদালতের (CAS) শালিসি চেম্বারের তত্ত্বাবধানে এই সমস্যাগুলি সমাধান করা হবে। CAS-এর সমস্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়, CAS

BANGLADESH FOOTBALL FEDERATION ESTD-1972 BFF HOUSE, MOTIJHEEL, DHAKA-1000

রেগুলেশন এবং খেলা সংক্রান্ত আরবিট্রেশন কোড এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। আরবিট্রেশনের ভাষা হবে ইংরেজি।

অধ্যায় ১০: প্রতিযোগিতা পরিচালনা ও পুরস্কারঃ

৫১ পুরস্কার

প্রাথমিক পর্বের প্রত্যেক অঞ্চলের চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স-আপ দলকে পুরস্কার স্বরূপ চ্যাম্পিয়ন ট্রফি ও রানার্স-আপ ট্রফিসহ মেডেল প্রদান করা হবে। প্রতিযোগিতার চুড়ান্ত পর্বের চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স-আপ দলকে পুরস্কার স্বরূপ চ্যাম্পিয়ন ট্রফি ও রানার্স-আপ ট্রফিসহ মেডেল প্রদান করা হবে এবং চুড়ান্ত পর্বের চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স-আপ দলকে যথাক্রমে ৩ (তিন) লক্ষ ও ২ (দুই) লক্ষ টাকা আর্থিক পুরস্কার প্রদান করা হবে। এছাড়াও প্রতিযোগিতার সেরা খেলোয়াড়, সর্বোচ্চ গোলদাতা, সেরা গোলকীপার, সেরা রেফারী ও সেরা প্রশিক্ষক প্রত্যেককে ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা করে আর্থিক পুরস্কার প্রদান করা হবে।

৫২ বিশেষ ব্যবস্থা

৫২.১ বাফুফে বিরোধ নিস্পত্তির লক্ষ্যে অত্র রেগুলেশনের প্রয়োগ করবে এবং প্রয়োজনবোধে আন্তর্জাতিক নিয়মনীতি অনুসরণ করা হবে।

৫২.২ বাফুফে/অর্গানাইজিং কমিটি প্রতিযোগিতার স্বার্থে যে কোন ধরনের নির্দেশনা প্রদান করতে পারবে। উক্ত নির্দেশনাবলী এই রেগুলেশনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য করা হবে।

৫৩ অনুল্লেখিত বিষয়সমূহ

অত্র রেগুলেশনে বর্ণিত নেই এমন বিষয়ে এবং দৈব-দুর্বিপাকজনিত যে কোন বিষয়ের ব্যাপারে বাফুফে/ অর্গানাইজিং কমিটি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তাহাই চুড়ান্ত বলে গণ্য করা হবে।

হারুনুর রশীদ
সদস্য, বাফুফে
ও
চেয়ারম্যান
বঙ্গবন্ধু জাতীয় চ্যাম্পিয়নশীপ ২০২০।

মোঃ আবু নাইম সোহাগ
সাধারণ সম্পাদক, বাফুফে।

BANGLADESH FOOTBALL FEDERATION ESTD-1972 BFF HOUSE, MOTIJHEEL, DHAKA-1000